দৈনিক ইনকিলাব 178

তারিখ 19 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় দুর্নীতি

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলি, "যাহা চাই— তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই— তাহা চাই না।" এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে তার জন্য ৪টি বোর্ডের কর্তৃপক্ষ খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। চারটি বোর্ডের ৫শ ৪০টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক সেন্টার (বিশেষ করে মফস্বলের) কর্তৃপক্ষ বাতিল করেছেন। অতীতে অনেক সেন্টারে গণটুকাটুকি-নকলের অভিযোগ পাওয়ায় এইরূপ সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে দু'টি কলেজের ছাত্ররা পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার জন্য কলেজের জিনিসত্র ভাংগচূর করেছে বলে পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ। সবচেয়ে বিস্মিত ও মর্মান্তিক খবরটি হল ঈশ্বরদীর পাকশী কলেজের ছাত্রদের কাণ্ড। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার জন্য হার্ডিঞ্জ ব্রীজের কাছে রেল লাইন উপড়ে ফেলে তারা। তাতে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের রেল চলাচল বন্ধ থাকে। যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাছাড়াও ক্ষুব্ধ ছাত্ররা পাকশী রেল কন্ট্রোল, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সমস্ত লাইন বিছিন্ন করে দেয়। আপ মহানন্দা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের ক্ষতি করে দেয়। আপ মহানন্দা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের ক্ষতি করে। এসবই ধ্বংসাত্মকমূলক কাজ। যারা ছাত্র হয়ে এরূপ দেশের ক্ষতিসাধন করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। রেল লাইন তুলে ফেলার কারণে হাজার হাজার রেল যাত্রী প্রাণ হারাতো অথবা সম্পদ ধ্বংস হতো যদি সময় মতো রেল কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ার না হতেন। নরসিংদীর পলাশ শিল্পাঞ্চল কলেজে সেন্টার দেওয়ার দাবীতে একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র ঢাকা বোর্ড অফিসে এসে বোর্ডের কর্মকর্তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে ও সেন্টার না দিলে অসুবিধা হবে বলে হুমকি দিয়ে যায়। খুলনায়ও বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা একই কারণে একটি কলেজের চত্বরে প্রবেশ করে কলেজের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে এবং একটি বিআরটিসি বাস খাদে ফেলে দেয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা পালিয়ে যায়। প্রথম দিনেই বিভিন্ন কলেজ থেকে ১৪৭ জন পরীক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য শুধু ঢাকা বার্ডের অধীনস্থ কলেজ থেকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি উচ্ছৃংখলতা ও অমানবতা? এ সব দুর্নীতিবাজ ছাত্র ভবিষ্যতে দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ-সমৃদ্ধি করবে আশা করা যায় কি? তাই আমরা যা চাই— তা পাই না, যা চাইনা তাই পাই। ছাত্ররা হবে চরিত্রবান ও আদর্শবান, যারা হবে দেশের সোনালী ফসল। যে শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন, তিনি মনে হয় কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শক হবেন। শিক্ষকরা দুর্নীতিপরায়ণ হলে ছাত্ররা কি করে সাধু হতে পারে? সূচনাতেই সে তাণ্ডব নৃত্য তুলছে। এখনো পরীক্ষার অনেক বাকী। আরো যে কতো দুর্ঘটনা ঘটবে তা কে বলতে পারে? ছাত্র বন্ধুদের সবিনয় অনুরোধ করছি যাতে-এরা দুর্নীতি করে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট না করে। সংগে সংগে অভিভাবকদের প্রতিও অনুরোধ, আপন আপন সন্তানদের যেন তারা সাবধান করে দেন, যাতে তারা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন না করে। সকলের শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হোক এই প্রত্যাশাই করি।

—এম. এ. শহীদ,